শক্তিদা কেমন আছেন ?

তারাপদ রায়

সিলিকন উপত্যকার এক গৃহস্থ সন্ধ্যায়
শনিবারের জমজমাট আসরে
হঠাৎ এই প্রশ্ন,
‘শক্তিদা কেমন আছেন ?’
বিশাল লিভিং রুমের
প্রায়ান্ধকার এক প্রান্তে,
ছিয়াত্তর খ্রীষ্টাব্দ শেষের
এক ঝড়ের রাতে ঘর - ছাড়া,
এখন-আর-তেমন-যুবক নয়
এখন-আর-তেমন-এলোমেলো নয়
এক সুবেশ পুরুষ,
অনেকদিন আগের আধাচেনা মানুষ,
হাতের গেলাস নিঃশেষ করে
আমাকে প্রশ্ন করলো
‘শক্তিদা কেমন আছেন ?’
আমি থমকিয়ে গেলাম,
শক্তি, শক্তি কেমন আছে ?
বাইরে বৃষ্টি ভেজা গ্রীষ্ম শেষের বাতাস
খোলা জানালার এ পাশে
কেমন-ঠান্ডা-ঠান্ডা।
অথচ আমি ঘামতে লাগলাম
রুমাল দিয়ে কপাল মুছে,
আমি বললাম, ‘আপনি’ ?
সাব্যস্ত, সফল মানুষটি বললো,
‘আপনি নয়, তুমি,
আমি বরাহনগরের নেপাল দাস,
শক্তিদার সঙ্গে আপনার বাড়িতে
রাতে-বিরেতে কতবার গেছি।’
আমি মনে করার চেষ্টা করলাম।
কিন্তু মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে,
‘শক্তিদা কেমন আছেন ?’
পশ্চিম উপকুলের মার্টিনী সন্ধ্যায়
সিলিকন উপত্যকার স্বচ্ছল সংসারে
‘শক্তিদা কেমন আছেন ?’
অনেকদিন পরে গলা শুকিয়ে যাচ্ছে,
অনেকদিন পরে একপাত্র মদের জন্যে
হাত বাড়ালাম

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

মণীন্দ্র গুপ্ত

বহরু গাঁয়ের চাটুজ্যে কুলীনদের ছেলেটা রাজবাড়িতে গেলে
হতে পারত রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি।
কিন্তু সময়মতো হাজির না হওয়ায়
আরেকজন ফার্সি-জানা এলেমদার
সে আসনে বসে পড়ল।
এখন আর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস থেকে
তাকে ঠেলে ফেলা যাচ্ছে না।

কবিরা এক অদ্ভুত রত্ন—
মাথার মণি করে না রাখলে
তারা গিয়ে ঢোকে সাপের ঝাঁপিতে।
উঞ্ছবৃত্তি করে করে বহরুর ছেলেটা হিংসুটে হয়ে যাচ্ছিল—
ভারতচন্দ্র থেকে অরুণ মিত্র, কেউ তার মতো কবি না।
উত্তরবঙ্গের পাহাড়, পাহাড়ীদের জীর্ণ কাঠের কুটিরে বসে
ঘরে তৈরি মদ সবচেয়ে উপাদেয়, মদে চুমুক দিতে দিতে
সমাধিলিপি রচনা সবচেয়ে কবিজনোচিত।

শীত। সমাধিলিপির মাথায় ঈষৎ বাঁকা ভাঙা চাঁদ।
সন্ধ্যাবেলা আমরা কথা বলি—
তাঁর মৃত্যুর পরে, ঐ চাঁদ দেখতে দেখতে, আরো একদল মাতাল
স্থির সিদ্ধান্তে আসি:
পঞ্চাশের শ্রেষ্ঠ কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়

অবনী বাড়ি নেই

অতনু মন্ডল

মাঝ রাতে
ঘরের মধ্যে ঢুকে যায় ঘর
দেওয়ালে ঠেকে যায় দেওয়াল
রাজপথ হামাগুড়ি দিয়ে থামে
বন্ধ দরজায়
প্রহরীরা এসে কড়া নাড়ে;
একই প্রশ্ন করে রোজ
অবনী বাড়ি আছ?

উত্তর নেই—
কে দেবে উত্তর?
অবনী বাড়ি নেই - সে আজ বহুদিন হল
সে এখন দৃপ্ত পায়ে হাঁটে
নক্ষত্রের মিছিলে
প্রজপতির রঙ নিয়ে
ছড়িয়ে দেয় আকাশের গায়ে
সে এখন বৃষ্টি হয়ে ঝরে
পাখির ডানায় বসে
ছড়িয়ে দেয় শস্যের কুচি।

অবনী বাড়ি নেই।
রঙ তুলি নিয়ে সে এখন
ঘুরে বেড়ায়
আকাশের আনাচে কানাচে
তবু আড্ডা বসে রোজ
কফি হাউসে ভীড় করে কচিকাঁচার দল
কবিতার কামড়ে অস্থির যুবক
এলোমেলো চুলে কড়া নাড়ে।
একই প্রশ্ন করে রোজ:
অবনী বাড়ি আছ?